‘আমি পারি’ এই বিশ্বাস কিভাবে জীবন গড়ে তোলে

আহমেদ নূরে আলম

দৈনিক জনকণ্ঠ, তারিখ ১৫ নভেম্বর ১৯৯৯

মার্কিন যুক্তরাষ্টের মিশিজান রাজ্য। সে রাজ্যের আড’র ত্রিশের কোঠায় দুই তরুন। স্কুল জীবন থেকেই দুজনে বন্ধু। এক জনের নাম রিচার্ড এস ডিভো, অন্যজনের জে ভ্যান এন্ডেল, সালটা ১৯৫৯। বাধ্যতামূলক সেনা জীবন সদ্য শেষ করবেন। এক বাড়ির বেসমেন্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বসালেন। অচিরেই প্রতিষ্ঠানটি পরিণত হলো একটি আন্তর্জাতিক কোম্পানিতে। দু’জনে মিলে ঘরবাড়িতে ব্যবহার্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের এক সফল এবং বিশাল সংগঠন গড়ে তোলেন। ‘ডিভো-ভ্যান এন্ডেলে’র সাফল্য উদ্যোক্তা মহলে একটি কিংবদন্তি হিসাবে বিবেচিত হয় ।

কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা তাঁদের ছিল না। শুরু বাড়ি বাড়ি নিত্য ব্যবহার্য পণ্য বিক্রি করে। সততা, আন্তরিকতা, বুদ্ধি, পরিশ্রম ও উদ্যোগ, তাঁরা সফল হবেনই ।

তাদের সাফল্যের কারণ হিসাবে মনে করা হয়, তারা একটি মুক্ত ও গণতান্ত্রিক সমাজের ফসল। কারণ গণতন্ত্র চর্চা একটি দেশ-সমাজে চিন্তা ও বুদ্ধিকেই মুক্ত করে না, মুক্ত করে উদ্যাম ও উদ্যোগের মনোভাবকেও। বুদ্ধি, মেধা, পরিশ্রমের মাধ্যমে ব্যবসা বানিজ্য, উৎপাদনে সাফল্যের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিভাবন ও উদ্যোগের জন্য স্বর্গভুমি। মিঃ ডিভো ও ভ্যান এন্ডেলের মতো খুব নগণ্য ও ক্ষদ্র অবস্থা থেকে বিশাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া এখানে বিরল ঘটনা নয় ।

যে কোন বিলিয়ন ডলার কর্পোরেশনের প্রধানের মতো তাঁর কাছে সময় সবচেয়ে বেশি মূল্যবান বস্তু হলেও মিঃ ডিভো অন্যকে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা জানাতে সব সময় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ১৯৭৫ সালে “বিলিভ” নামে একটি গ্রন্থে তার অভিমত ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেন। বইটি বাজারে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে টপ টেন বেস্টসেলারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁদের প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তা নোয়েল ব্ল্যাক তাঁর বস মিঃ ডিভো’র সঙ্গে কথোপকথন উল্লেখ করেছেন। মিঃ ব্ল্যাককে তাঁর বস বলেছিলেন, ‘কোন বিজনেস সমৃদ্ধি লাভ করবে না, যদি না এর লক্ষ্য উদ্যোগের চেয়ে বড় হয়। মুক্ত মানুষের অনুপস্থিতিতে মুক্ত উদ্যোগ (ফ্রী এন্টারপ্রাইজ) তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না’।

যে তারুণ্য উৎসাহী, উদ্যোগী ও আত্মবিশ্বাসী, তা মিঃ ডিভো’র পুস্তক পাঠে উপকৃত ও অনুপ্রাণিত হতে পারেন। বইটির প্রকাশক হচ্ছে বার্কলে বুকস, ৫১, ম্যাডিসিন এ্যাভিনিউ, নিউইয়র্ক-১০০১৬, যুক্তরাষ্ট্র। আলোচ্য নিবন্ধে ‘বিলিভ’ গ্রন্থটির একটি পরিচ্ছদে তিনি একজন মানুষের মধ্যে সীমাহীন সম্ভাবনাকে কিভাবে বাস্তবে রূপ দেয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে সাফল্য, সমৃদ্ধি ও সুখ অর্জনে মিঃ ডিভো ৯টি বিশ্বাসের ওপর গুরুত্ব দেন। তা হলে বিশ্বাস করা- ১. সীমাহীন সম্ভাবনায়, ২. জবাবদিহিতায়, ৩. স্বচ্ছতায়, ৪. মুক্ত কর্মপ্রচেষ্টা বা উদ্যোগ, ৫. মানুষের মর্যাদা, ৬. স্বদেশ, ৭. অধ্যবসায়ের ক্ষমতা বা শক্তি, ৮. ঈশ্বর ও ধর্ম এবং ৯. পরিবার

'অসীম সম্ভাবনায় বিশ্বাস করুন' -অধ্যায়টিতে তাঁর কথাগুলো যে কোন নির্জীব, নিরাশ, হতাশ, উদ্যোগহীন ও কর্মহীন মানুষকে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করে।

শুরুতেই তিনি বলেছিলেন যে, যে সব লোকের এইম বা লক্ষ্য নিচু সাধারণত তারা অর্জন করতে পারে। কেন না, প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন লক্ষ্যই নেই। তারা যা চায়, তাই পেয়ে যায়। কিন্তু জীবন সেভাবে যাপিত হওয়া ঠিক নয়। তাঁর মতে, ''আমি বিশ্বাস করি দুনিয়ায় প্রবল শক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সে লোকটির উইল বা ইচ্ছাশক্তি যে নিজকে বিশ্বাস করে, যে উচ্চ লক্ষ্য স্থির করতে সাহসী এবং যে জীবন থেকে কাঙ্ক্ষিত জিনিসগুলো অর্জনে প্রত্যয়ের সঙ্গে এগিয়ে যায়''।

তিনি বলেন, পিপল ক্যান ডু হোয়াট দে বিলিভ দে ক্যান ডু। অর্থাৎ মানুষ তাই করতে পারে, যা সে বিশ্বাস করে যে পারে।

সবকিছু করতে পারার চাবিকাঠি হচ্ছে, তাঁর মতে, 'আঁই ক্যান' বা আমি পারি। তিনি বলেন, আমি পারি ...এটি একটি মহাশক্তিশালী বাক্য এই বাক্যটি বাস্তব ক্ষেত্রে কত মানুষ যে প্রয়োগ করে, তা ভাবতে গেলে বিঘ্নিত হতে হয়। এই বাক্যটির মহাশক্তি নিজের জীবনে পেতে হলে তাঁর পরামর্শ হচ্ছে ...সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হবে তা হলো 'অমি পারি' কথাটিকে অর্থাৎ সে যে পারে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা।

তার দৃষ্ঠিতে একজন সফল মানুষের পারসনাল ফিলোসফি হওয়া উচিত ''আই ক্যান'' বা ''আমি পারি'' -- এই বিশ্বাস। এটা শুধু ব্যবসা, ব্যবস্থাপনা বা উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদেরই জীবন দর্শনই নয়----- রাজনীতিক, শিক্ষক, ক্রীড়াবিদ, শিল্পী-- সকলেরই মন্ত্র বাক্য হওয়া আবশ্যিক। সকল রেখার বিভাজক এই বাক্য। কপর্দকহীনের কোটিপতি হওয়া, বেকারের কর্মসংস্থা, স্বউদ্যেগে ব্যবসাবাণিজ্য-শিল্প-প্রতিষ্ঠন স্থাপন, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের বস হওয়া। যে লক্ষ্যেও কথাই বলুন না কেন - তা অর্জনের মূল চাবি কিন্তু 'আমি পারি' এই বিশ্বাস। মিঃ ডিভো নিজেকে কখনই একজন উজ্জীবক বা মোটিভেটর বলে মনে করেন না । তাদের প্রতিষ্ঠান এ্যানওয়ে' যখন দ্রুত বিকশিত হচ্ছিল, তখন উদ্বুদ্ধকরণ সম্পর্কে তাঁকে বহু প্রশ্ন করা হতো - বলুন তো উদ্বুদ্ধকরণে আপনার সিক্রেট বা গুপ্ত মন্ত্র কি? জবাবে তিনি বলেন, প্রশ্নকারীদের হতাশ করতে আমার খারাপ লাগত। কারণ, প্রকৃত ব্যাপারটা ছিল এই যে মানুষকে সফল করতে আমার কোন গিমিক্স বা ট্রিক্স বা ম্যাজিক ওয়ার্ড ছিল না। তবে যাতে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি তা হলো ''একজন মানুষ তাই করতে পারে, যা সে করতে পারে বলে বিশ্বাস করে।''

আরেকটি বাক্যে মিঃ ডিভো'র বিশ্বাস অটল। বাক্যটি হচ্ছে- ওয়ান নেভার নোজ হোয়াট হি মাইট এ্যাকমপ্লিস আনটিল হি ট্রাইজ। অর্থাৎ চেষ্টা না করা পর্যন্ত একজন মানুষ জানে না সে কি অর্জন করতে পারে।

বিশ্বাসের সংগে অঙ্গিকার বা কমিটমেন্টের প্রয়োজন রয়েছে। রয়েছে বিশ্বাসকে কাজে রূপান্তর করার। তিনি মনে করেন যে, সাফল্য অর্জিত হয় না। সাফল্য হচ্ছে একটি ঘঁনা। গিভ সাকসেস এ সান্স টু হ্যাপেন। অর্থাৎ সাফলকে সংঘটিত হওয়ার জন্য একটি সুযোগ দিন। এই জীবনের চেয়ে বেদনাদায়ক জীবন আর নেই, যে জীবনের

অধিকারী একটি স্বপ্নকে, উচ্চকাঙ্ক্ষাকে লালন করে, ভাবে, প্রত্যাশা করে কিন্তু সে স্বপ্ন বা উচ্চাশাকে সংঘটিত হওয়ার সুযোগ দেয় না। তার মনে স্বপ্ন ধিকি ধিকি জ্বলে, কিন্তু সে কখনই স্বপ্নকে দাবানলে পরিণত হতে দেয় না। তিনি বলেন, দি অনলি থিং দ্যাট স্ট্যান্ডস বিটুইন এ ম্যান এ্যান্ড হোয়াট হি ওয়ান্টস ফ্রম লাইফ ইজ ওফেন মেয়ারলি দ্য উইল টু ট্রাই ইট এ্যান্ড দ্য ফেইথ টু বিলিভ দ্যাট ইট ইজ পসিবল। বাংলায় যা দাঁড়ায়, একজন মানুষ এবং সে তার জীবন থেকে যা চায় তার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করছে আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়নের চেষ্টার ইচ্ছার অভাব এবং যা চায় তা অর্জন সম্ভব এই ইমানের অভাব ।

তিনি আরো বলেন, ইফ ইউ হ্যাভ এ ড্রিম, হোয়াটএভার ইট ইজ, ডেয়ার টু বিলিভ ইট এ্যান্ড টগ ট্রাই ইট। অর্থাৎ যদি আপনার কোন স্বপ্ন থাকে, সেটা যাই হোক, তা বিশ্বাস করতে ও চেষ্টা করতে সাহসী হোন।

মি, ডিভো'র পিতা ব্যক্তিগত প্রয়াসের সম্ভাবনার একজন বড় বিশ্বাসী ছিলেন। যত বারই ছেলেকে 'পারব না' বলতে শুনতেন, ততবারই তিনি বলতেন, ''পারব না'' এমন কথা নেই।

যদি তুমি আরেকবার 'পারব না' বল, তাহলে আমি ছুড়ে ফেলব। তাঁর পিতা কখনও তাকে ছুড়ে ফেলেননি। কিন্তু পিতা যে কথাটি বলতে চেয়েছিলেন তা হৃদয়াঙ্গম করতে মিঃ ডিভো ব্যর্থ হননি। তিনি বলেন, 'পারবেন এ কথায় বিশ্বাস করুন, দেখবেন যে আপনি সতিই পারছেন। চেষ্টা করুন! বিস্মিত হয়ে দেখবেন কত সব ভাল ঘঁনা ঘটছে আপনার জীবনে''।